আমার রবীন্দ্রনাথ

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মানুষ শক্তি ও কবি শক্তির অস্তিত্বের একটা বড়ো অংশ অধিকার করে ছিল রবীন্দ্রনাথের গান, সারাদিনে একটাও কলি গেয়ে ওঠে নি এমন দিন ওর একটাও গেছে বলে মনে হয় না— অন্তত কবি হয়ে ওঠবার পর থেকে।... রবীন্দ্রনাথের গান গাইতে ভালবাসত শক্তি, তাছাড়া অন্য কোনো গানই প্রায় গাইত না।' —একথা লিখেছেন কবির অন্তরঙ্গ বন্ধু তাঁর স্মৃতিচারণে। গান ছাড়া অন্যান্য সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে সাধারণ্যে শক্তির রবীন্দ্রবিরূপতার কথাই প্রচলিত, বিনম্র শ্রদ্ধাটি নয়, সেগুলি পূর্ণ প্রকাশিত কবিতা বা কবিতাংশের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে প্রথম জীবনে শক্তির একটা গ্রহণ বর্জনের লুকোচুরি খেলার সম্পর্ক থাকলেও পরবর্তীকালে স্বীকার করেছিলেন—'উনি এসেই পড়েন, উপায় নেই'। অগ্রজের কাছে অনুজের নিঃশর্ত আত্মসমর্পন 'তুমি তারই পূজা নেবে আজ'।

ISBN 978-93-80869-91-9

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার রবীন্দ্রনাথ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার রবীন্দ্রনাথ

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

ভূমিকা ও সম্পাদনা

মীনাক্ষী চট্টোপাধ্যায়

প র ম্প রা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে শক্তির কয়েকটি গদ্যরচনা এবং দু' তিনটি সাক্ষাৎকার, কিছু কবিতা ও ছড়া এই সংকলনে রাখা হয়েছে। নেই নেই করে খুব কম সংখ্যা নয় এগুলির; এতদিন সাধারণ্যে শক্তির রবীন্দ্রবিরূপতার কথাই প্রচলিত, বিনম্র শ্রদ্ধাটি নয়, সেগুলি পূর্ণ প্রকাশিত কবিতা বা কবিতাংশের মধ্যে। এই লেখাগুলির মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর চিন্তাভাবনাকে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য।

প্রথম তিনটি গদ্যরচনাকে প্রতিবেদনই বলা যায়। ১৯৬৪ সালে কলকাতার নির্বাচিত স্থান এবং উল্লেখযোগ্য ঘটনা নিয়ে শক্তি বেশ কিছুদিন 'দেশ' এবং 'অমৃত' পত্রিকায় ধারাবাহিক লেখা দিতেন। ১৯৬৫ সালে লেখাগুলি 'রূপকথার কলকাতা' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত লেখাগুলি ওই বইটি থেকেই নেওয়া হয়েছে। অন্য গদ্য দুটি পদ্যবন্ধ পত্রিকায় ১৯৮০-৮৩ সালের মধ্যে প্রকাশিত। সাক্ষাৎকার দুটিও ওই সময়েরই। কবিতাগুলির সঠিক সময় জানা নেই, পুস্তকের প্রকাশ সময় দেখে মনে হয় রচনাকাল ১৯৬৯ সাল থেকে ১৯৮৫-৮৬ পর্যন্ত।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে প্রথম জীবনে শক্তির একটা গ্রহণ বর্জনের লুকোচুরি খেলার সম্পর্ক ছিল যা খানিকটা 'স্ববিরোধী'ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বটে। অনুশীলনের এই পর্যায়ে রবীন্দ্রকবিতার শব্দাংশ বা বাক্যাংশ দিয়ে কবিতাগঠন চোখে পড়ে। যেমন:

—শ্রাবণে তার আভাস পেলে নাকি।
—কথা দিল রাতের রেলগাড়ি
—প্রথম কদমফুল সেকি ভুলি
কোপাই কোপাই?
—আমার সকল দুখের প্রদীপ জ্বেলে
নির্নিমেষ দুয়ারে পথভোলা

পরবর্তী সময়ে রবীন্দ্রনাথ আরও কিছুটা তাঁর ভিতরে ঢুকে পড়েছে।

—যখনি আকাশে থাকো ও চাঁদ / চোখের জলে লাগল জোয়ার / ও চাঁদ চোখের জলে বাংলোর সসপ্যানে পোড়ামাংস, রুটি, রোকদ্যমানিনী।

—যদি থাকি এলোমেলো রুপোর সিন্দুকে-শূন্য হাতে
চির ভিখারীর মতো
যেন গানে রবীন্দ্রঠাকুর.
তোমাকে আপ্লুত-করে, তুমি তাঁরই জটিল সন্তান
অধুনা ধূলির ঝড়ে, সমাজিয়া চৈতন্যে ভরপুর
আমাকে কি দিয়ে যাবে? তোমার স্বভাবে মগ্ন
আমার প্রগতিবোধ সবেমাত্র ঘুচে গেল কাল!

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—কবির ঈশ্বর তুমি মেঘ
তুমি মেঘ থেকে বৃষ্টি, তুমি এক চাঁদের অসুখ
রবীন্দ্রনাথের তুমি, রবীন্দ্রনাথের থেকে বেশি
আমাদের খেলাঘরে, জন্মমৃত্যু সবার উপরে

—আমি প্রাণপণ এক শিরোনাম নিয়ে নির্যাতন
পেতে থাকি রক্ত ঐ আধভাঙা রবীন্দ্রনাথের
উচ্চারণ অন্ধ আমি [হায় অন্ধ] অন্তরে-বাহিরে!
মানুষ অনেকে অন্ধ, অনেকের অন্ধতা গিয়েছে
বুঝেছি যাবার নয় আমার চোখের ভিক্ষা...

শক্তি স্বীকার করেছিলেন—'উনি এসেই পড়েন, উপায় নেই।' পরবর্তীকালে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ 'তুমি তারই পূজা নেবে আজ'। শক্তির শেষজীবনে একটা ক্ষীণ জেহাদ অবশ্য শান্তিনিকেতনে তুলেছিলেন—শান্তিনিকেতনে এত শান্তি যে এখানে সত্যিকারের কবিতা লেখা সম্ভব নয়। প্রকৃতির প্রতিশোধের মতো তাঁর জীবনের সর্বশেষ কবিতাও ওইখানে বসেই লেখা হয়েছিল। বাংলা বিভাগের স্মারকপত্রের জন্য অনুরুদ্ধ হয়ে লিখেছিলেন—

হঠাৎ অকালবৃষ্টি শান্তিনিকেতনে
রাতভোর বৃষ্টি হল শান্তিনিকেতনে
আমের মঞ্জরী পেল বৃষ্টি ও কুয়াশা
বসন্তের মুখোমুখি শিমুল পলাশ...

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি প্রশ্নের উত্তরে শক্তি বলছেন—

আমি খুবই সচেতনভাবে রবীন্দ্রনাথকে নিয়েছি। 'ধর্মে আছো জিরাফেও আছো'তে রবীন্দ্রনাথের মতো ভাষায় লেখবার চেষ্টা করেছি। এর একটা কারণ ছিল। তখন অনেকেই বলত, আধুনিক কবিতা সাধারণের জন্য নয়। ওই কবিতা যাঁরা লেখেন বা বিশেষ গোষ্ঠীর পাঠকদের জন্যই লেখা হচ্ছে। তখন বিষয়ের দিক থেকে নয়, রবীন্দ্রনাথের ধরনের ছন্দ বা ভাষায় একটু সরল করে নেওয়ার কথা চিন্তা করেই লিখেছিলাম। রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে আসতেই হবে। আসলে কূট ওই সারল্যের মধ্যে কোথাও রইল, সেটিকে তোমারই ভাঙতে হবে। যখন সেইভাবে সফল হলাম তখন ভাবলাম আর দরকার নেই. ততদিনে আমাদের কবিতার পাঠক তৈরি হয়ে গেছে।

প্রশ্ন— আপনার কি মনে হয় রবীন্দ্রনাথের কবিতা একালের মনস্কতা দাবি করতে পারে না? কেন?

—নিশ্চয়ই পারে। রবীন্দ্রনাথ ব্যাপারটি আমাদের কাছে জল-হাওয়া-আকাশের মতোই অনিবার্য। আমাদের নিঃশ্বাসে আমাদের রক্তে এক হয়ে মিশে আছেন।

আজকাল রবীন্দ্রনাথের কবিতা সেভাবে পড়িনা। কিন্তু গান শুনতে বাধ্য। আমাদের বাঁচায়—সুখে-দুঃখে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতেই হয়। ওঁর গান যতটা সুরনির্ভর তার চেয়ে বেশি কথানির্ভর, আর কথাই তো কবিতা। অনেক কবিতা আছে যা সবসময়েই ভালো লাগে। আমিতো স্বীকারই করেছি

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রনাথের মত সহজ ছন্দে সহজ ভাষায় এক সময় পদ্য লেখার চেষ্টা করেছি। উনি এসেই পড়েন, উপায় নেই।

[পদ্যবন্ধ—সাক্ষাৎকার : সুদীপ্ত চক্রবর্তী]

প্রশ্ন—আধুনিক কবিতার সূচনা কি রবীন্দ্রনাথ থেকেই? নাকি রবীন্দ্রোত্তর যুগ থেকে? সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত প্রবাহিত কবিতার ধারাটিই বিশেষ অর্থে আধুনিক?

—কবিতায় আধুনিকতা বলতে কি বোঝায় সেটা এককথায় বলা খুব মুশকিল। এ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখা যায়, কিন্তু ইনটারভিউয়ে বলা সহজ ব্যাপার নয়। তবু বলছি কবিতায় আধুনিক মন নিয়ে আসতে হবে। যে সময়ে বসে কবিতা লিখছি, সে সময়টাকে ধরা দরকার। রবীন্দ্রনাথ থেকেই আধুনিকতার শুরু। রবীন্দ্রনাথ থেকে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত যে কবিতা লেখা হয়েছে সেই ধারায় কিছু পরিবর্তন থাকলেও সবটাই আধুনিক কবিতা।

প্রশ্ন—রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী যুগের কবিরা রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করে নতুনভাবে কবিতা লেখার চেষ্টা করেছেন, এবং এখনও করা হচ্ছে তাতে করে কবিতার একটা নতুন দিক আমরা দেখতে পাচ্ছি।

—বস্তুত কোনো কবিই পূর্ববর্তী কবিদের সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বা প্রভাবমুক্ত অবস্থায় কবিতা লিখতে পারেন না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্ববর্তী কবিদের কবিতার বা ভাবনার প্রভাব পরবর্তী কবিদের কবিতায় আসবেই। তবে তা কাটিয়ে ওঠাই একজন প্রকৃত কবির ধর্ম। তবে এই প্রভাব সাধারণত অনুশীলনের স্তরেই পড়ে।

[পঁচিশে বৈশাখ—সাক্ষাৎকার : সুদীপ্ত চক্রবর্তী]

১৯৯৫ সালের মার্চ মাসে শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীতে ছাত্রদের পড়াবার সময় শক্তির এই ভাবনারই পুনরাবৃত্তি দেখেছি।

'প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের শেষের দিকের কবিতা থেকে আমাদের এই তথাকথিত আধুনিক কবিতার জন্ম বলা যায় যেটা জীবনানন্দে এসে ব্যাপ্তি পেয়েছে। এমনিতে কবিতার সংজ্ঞা এককথায় হয় না তবে শেষ কথা একটা রহস্যবোধ। অর্থাৎ কবিতা একটা রহস্য তৈরি করবে সেটাকে পাঠক ভেদ করবে এটাই জরুরি। এক পাঠক থেকে আর এক পাঠক তার অন্য একটা অনুভব খুঁজে পাবে, সেটা যদি না পায় তবে কবিতাটা ব্যর্থ বলে মনে করতে হবে।'

কবিতা এবং রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে শক্তির বক্তব্য এরপরই চিরদিনের মতো শেষ হয়ে গেছে।

মীনাক্ষী চট্টোপাধ্যায়

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচি

পঁচিশে বৈশাখ ১৩
কবিতা দিবস ২৩
বাইশে শ্রাবণ ২৮
রবীন্দ্রনাথ আমার মত করে ৩৩
আমার প্রিয় রবীন্দ্রকবিতা ৪১
বাংলাদেশ ও রবীন্দ্রনাথ—এটাকে পৃথক করা যায় না ৪৪

রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত কবিতা ৫৪

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পঁচিশে বৈশাখ

"জনসাধারণের মাঝে মাঝে খেলা করবার শখ মেটাবার জন্যে জ্যান্ত পুতুলের দরকার হয়। এই শখে জোগান দিয়েছি আমি, কিন্তু বড়ো ক্লান্তিকর।...

কাল আমার জন্মদিন ছিল। সেটা দশে-মিলে তারস্বরে আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে। চারদিক থেকে স্তুতির স্বরবর্ষণ হয়েছিল। ভীষ্মের মতো মৃতকল্প হইনি, কিন্তু লজ্জিত হয়েছিলুম।

অভিনন্দনের ভিড়কে পাশ কাটাতে পারলেই আমি বাঁচি, কিন্তু খোঁড়ার পা খানায় পড়ে। যদিও এসে পড়লুম শেষ ঘাটে, তবুও ঢাকির ঢাকপিটুনি আরও যেন মেতে উঠেছে।"

সেবার ১০৩তম রবীন্দ্রজন্মবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে পরিচয় দিতে বসে অতি ব্যক্তিগত স্মৃতিতে আপ্লুত হয়ে পড়েছি বারবার। সুদূর শিশুবয়সে পাড়াগাঁর টকিতে দেখা এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহা শোকযাত্রার ছবি মনে পড়ল। সেদিন কর্তৃপক্ষের অনুরোধ সত্ত্বেও কেউ আর মূল টকি দেখতে বসে রইল না। অতি নিস্তব্ধ টকি-হাউস প্রাঙ্গণ—সেখানে থেকে দলে দলে লোকজন আপন গৃহাভিমুখে চলে গেল। পাড়াগাঁয় নামল সেদিন মৃত্যুর নৈঃশব্দ্য।

তখনকার দিনে খবরের কাগজের এত প্রচলন ছিল না। বড়োরা অনেকে এই দুঃসংবাদ পূর্বাহ্নেই জেনেছিলেন। ছোটোরাই শুধু জানতো না। মৃত্যুর সঙ্গে পরিচয় হলো তাদের প্রথম। ইস্কুলে-পাঠশালে অশিক্ষিত গলায় তাদের কথা আর গান উঠেছিল কতই।

পরে দেখেছিলাম, বাংলা উপন্যাসে কবির মৃত্যু-উপলক্ষে এক হতচেতন আধুনিক কবি সুরাশালায় সুরাপান করছেন। আঁধার করে তুলছেন তাঁর ভিতর-বাহির। কবির অনুপস্থিতি জন্মদিন-মৃত্যুদিন একাকার করে দিয়েছে। আমরা অবশ্য তাঁর জন্মদিন পালন করারই অনুরাগী।

২৫শে বৈশাখ ভোরবেলাকার অনুষ্ঠান। তাঁর বাসভবন ক্রমে জনপূর্ণ হয়ে উঠছে। সেখানে, মণ্ডপে, বক্তৃতা বা আলোচনার পরিবর্তে সঙ্গীত ও রচনাপাঠ হচ্ছে কেবলই। এক থেকে দেড় ঘণ্টার অনুষ্ঠান। নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে দলে দলে বালক-বালিকা পুরুষ-মহিলা মাল্যদান করতে চলেছেন উপরে কবিগৃহাভিমুখে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নীচে মণ্ডপের বাহিরে অসংখ্য শ্রোতা নিজেদের মধ্যে কুশল-অকুশল আলাপে ব্যস্ত। মাঝে মাঝে গান আর রচনাপাঠ ভেসে আসে, কিন্তু তা শুধুই আনুষ্ঠানিক। আলাপচারী লোকজনকে তা স্পর্শ করে না।

এবছর একটি মাত্র কবিতার পত্রিকা সেখানে বিলি হতে দেখেছি। অন্যান্য বছর সে তুলনায় চার-পাঁচটি পত্রিকা থাকে। তাঁদের বিশেষ রবীন্দ্রসংখ্যা অন্তরে-বাহিরে দুরন্ত, তরুণ কবি ও কবিতাপাঠকের হাতে হাতে ঘুরত সে-সব।

ওই বছর শেকসপীয়র সংখ্যা রবীন্দ্র-সংখ্যাকে পরাজিত করেছে। যাঁরা রবীন্দ্রসংখ্যা প্রকাশ করার কথা চিন্তা করে বিজ্ঞাপনদাতার কাছে গেছেন শুনেছি, তাঁদের পত্রপাঠ ফিরে আসতে হয়েছে। পরের সপ্তাহে শেকসপীয়রের নামে সেই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন উঠেছে যথেষ্ট। অর্থাৎ সমান্তরাল দুটি ব্যাবসার একটির ক্ষতি অপরটির জয়ে পরিপূর্ণ হয়েছে।

অবশ্য বাংলা সাহিত্যের পাঠক ন্যূনধিক একশত রবীন্দ্র সমালোচনাপাঠ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। পরিবর্তে পেয়েছেন শেকসপীয়রের নাটকের অপদার্থ অনুবাদ। আংশিক জাতীয়কৃত ও মুক্ত, পেয়েছেন কিছু কবিতার অনুবাদ এবং শেকস্‌পীয়রের জীবনযৌবন সাহিত্য সম্পর্কে খুঁটিনাটি তথ্য। শেকসপীয়রের প্রতি নিবেদিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রনাথের একটি সনেটও বহু স্থলে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

যাইহোক, এভাবে অন্তত বাংলা সাহিত্যের অনুবাদ-শাখা কিছু পরিমাণে পুষ্ট হলো সেবার ইংরাজি উনিশ শো' চৌষট্টি সনে।

বাংলাদেশে নানা পালপার্বণের মধ্যে অন্তত অর্ধ-শিক্ষিতের কাছে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন উপলক্ষে উৎসব একটি স্থায়ী ও বড়ো রকমের ব্যাপার।

কলকাতা শহরের নানা জায়গা জুড়ে রবীন্দ্রনাথের ছোটখাটো জন্মদিন পালনের সহস্রাধিক (?) সভার কথা বাদ দিলেও কয়েকটি ব্যাপক ও দীর্ঘমেয়াদি উৎসব-অনুষ্ঠানের কথা না বললেই নয়। কয়েক বছর ধরে তার পুনরাবৃত্তি ঘটে আসছে।

নিরানন্দ ও সংস্কৃতিগ্রস্ত মিশ্র কলকাতা এই রকম কয়েকটি মেলা ও কলরবের প্রতীক্ষা করে থাকে, এ আমরা অনুভব করেছি।

থিয়েটার-সিনেমা-সার্কাস-সঙ্কুল কলকাতায় এই ধরনের মেলা এক নতুন ও বিচিত্র স্বাদ আনে একথা অনস্বীকার্য। তবে সেই সঙ্গে একথাও আমরা স্বীকার করব যে, রবীন্দ্রনাথের ধ্যানের শুভ, সত্য ও সাহিত্যকে বাদ দিয়ে বা যথাসম্ভব নেপথ্যে রেখে রবীন্দ্রনাথের ভিতর থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফুর্তিটুকু পরিবেশন করাই এই সব ব্যাপক অনুষ্ঠানের অধিকাংশের লক্ষ্য, কেননা জনসাধারণ, কেননা প্রতিযোগিতা।

এক উৎসবের উদ্যোক্তারা তো তাঁদের আনন্দময় মেলাকে 'রবীন্দ্রসাহিত্য' সম্মেলন বলে প্রচার করেছেন। আমরা সেখানকার নাচ-গান-হল্লার মধ্যে যতটুকু সাহিত্য পরিবেশন করা হয়েছে, ঠিক ততটুকুই পেয়েছি। অবশ্য যদি আমায় প্রশ্ন করা হয়, এইসব মেলার অনুষ্ঠানে যদি রুচি না থাকত, বিস্ময় না থাকত, নাচ-গান-কলরবের মধ্যে চমৎকারিত্বই না থাকত, তাহলে এত ভিড় হয় কেন? সাধারণ মানুষ এত আনন্দই বা পায় কোথা থেকে?

দুটি ব্যাপক মেলার কয়েক সহস্রাধিক আসন পূর্ণ হয়ে গিয়েও আসনের চাহিদা থাকে, মানুষের সাহিত্য-সঙ্গীতপিপাসা অপূর্ণ থেকে যায়, তাহলে আমি বিমূঢ়বোধ করব। কিংবা একরোখা উত্তর দেবো, কেবল কলকাতা শহরেই হিন্দি সিনেমার মুনাফার দিকে লক্ষ করুন একবার—ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া কাশীপুর কিংবা খিদিরপুর অথবা উল্টোডাঙ্গা বাদ দিয়েই দেখুন হিসেব কত দাঁড়ায়।

কলকাতা আর মেট্রোপলিস (metropolis) নয়, ম্যেগাপলিস্ (megapolis)। মধ্যবিত্ত জীবনে নিরানন্দের মধ্যে এই-ই আনন্দের সুযোগ। এই-ই জীবনের মধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোঝাপড়া রোমান্স করার আশ্রয়—সিনেমা থিয়েটার মেলা-প্রাঙ্গণ। কলকাতার কোনো পাস্কার নেই, কোনো রুইনস্ নেই, কোনো স্কাণ্ডাল-পয়েন্ট নেই।

তাছাড়া আজকালকার মানুষ রবীন্দ্রসাহিত্য থেকে যতদূরেই থাক না, এখনো রবীন্দ্রসঙ্গীত আর রবীন্দ্রনৃত্যের উপর তাদের নির্ভর করতেই হচ্ছে। কেননা তাঁর পরবর্তীকালে সঙ্গীত ও নৃত্যের তেমন রুচিশীল অথচ অ্যাকাডেমিক কোনো ধারার প্রবর্তন হয়নি।

সেবারের জন্মোৎসব উপলক্ষে মেলা থেকে মেলায় ঘুরতে ঘুরতে রবীন্দ্রনাথের এই সৌভাগ্য উপলব্ধি করলাম। অর্ধশিক্ষিত অথচ আনন্দপ্রিয় মানুষের কাছে রবীন্দ্রনাথকে এইভাবে পৌঁছাতে হবে কেননা শিল্প-সাহিত্য-নাচ-গান আনন্দের সামগ্রী।

গত পঁচিশ বছর আগেও যারা বিংশতিবর্ষীয় তরুণ ছিল, তারা 'গোরা' পাঠ করে এসে তুমুল তর্ক বাধাত কফি হাউসে, শচীশ শ্রীবিলাসকে নিয়ে কথা বলত, দালিয়ার নাট্যরূপ দিতো, নাটক করার স্বপ্ন দেখত, ইস্কুল-করিডোরে বড়োজোর 'ডাকঘর' করার চেষ্টা করত একবার। সেদিন স্বপ্ন আর বাস্তবের মিলমিশ ছিল না তত। এখন রবীন্দ্রনাথের ভিতরের ফুর্তির দিক অর্থাৎ নাচগান দেশব্যাপী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কলকাতার এমন কোনো উপগলি নেই, যেখানে রবীন্দ্রসঙ্গীত আর নৃত্যের বিদ্যালয় নেই। এমন কোনো নৃত্যনাট্য অবশিষ্ট নেই যা অভিনীত হতে বাকি আছে, নাটকও নেই যা অন্তত বিশ-পঁচিশ রজনীর অভিনয়-ধন্য নয়।

কলকাতা শহরে এই কয়েক বছরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বন্যা বয়ে গেছে। রবীন্দ্রব্যবসা সাংস্কৃতিক মুনাফার সঙ্গে রৌপ্য মুনাফার যে যোগাযোগ ঘটিয়েছে তা অদ্বিতীয়। আজকালকার যারা কিশোর বয়সের ছেলে কিংবা সবেমাত্র কৈশোর উত্তীর্ণ, আমি তাদের অনেককে শুধিয়ে দেখেছি, তারা রবীন্দ্রনাথের কোনো গ্রন্থপাঠ করেনি, কিন্তু নাট্য দেখেছে অনেক— রক্তকরবী, চার অধ্যায়—সিনেমা দেখেছে যথেষ্ট—শেষের কবিতা, মালঞ্চ, তিনকন্যা, আর চারুলতা। গিটারে রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজিয়ে ডিপ্লোমাও পেয়েছে কেউ কেউ।

রবীন্দ্রনাথ দেশ-কাল ভেদে ব্যাপক। তাহলে কি অর্ধশিক্ষিতদের জন্য রবীন্দ্রনাথ নয়? সকলেই তো জানেন, রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনের সুযোগে প্রকাশক গ্রন্থ বিক্রয় তথা পাঠ বিস্তৃত করবার জন্য গ্রন্থপিছু কমিশন গ্রাহ্য করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু এইভাবে সাহিত্য বিস্তৃত করা হচ্ছে কাদের কাছে? যারা সুলভে রবীন্দ্র রচনাবলি গৃহস্থাবলির অন্তর্ভুক্ত করেছেন—তাঁদের কাছে নয় কি?

শুনলাম, কোনো একটি রবীন্দ্রমেলায় নাকি যন্ত্রসঙ্গীত সহযোগে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করা হবে। মার্কিন মুলুকে শুনেছি জ্যাজ্-এর সঙ্গে কবিতা পাঠ চলে। পুরাতন রবীন্দ্রসঙ্গীতে কণ্ঠস্বরই আসল ছিল। এখন গায়ক-গায়িকার কণ্ঠস্বর অশ্রুত, যন্ত্রই প্রবল। সাহানা দেবী, রেনুকা সেনগুপ্ত, শৈল দেবীর গানের রেকর্ড প্রায় দুর্লভ। দিনু ঠাকুরের কণ্ঠের রেকর্ড 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে' কিংবা 'আমার পরাণ যাহা চায়' জানি না ক'জন শুনেছেন। রবীন্দ্রনাথের নিজের গাওয়া অসম্ভব গান 'ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ'—পুরাতন গ্রামোফোনের দোকানে অকস্মাৎ পাওয়া যেতে পারে। অমিতা সেন (খুকু), কনক দাস বা ইন্দুলেখা ঘোষের কণ্ঠের গান শোনা এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা।

কোনো মেলার কর্তৃপক্ষ এইসব পুরানো রেকর্ড বাজানোর অনুষ্ঠান করে দেখতে পারেন, জনসাধারণ বৈচিত্র্যের আস্বাদ পান কি না। কেননা, ইতিমধ্যে এঁদের গায়কি পুরাতন ও অব্যবহার্য হয়ে পড়েছে। আশ্রমিক সংঘকে ধন্যবাদ যে তাঁদের অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের দেওয়া অনেক অপ্রচলিত সুর তাঁরা গেয়ে শুনিয়েছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যন্ত্রসংগীত সহযোগে কবিতা আবৃত্তির কথায় আবার ফিরে আসছি। সেদিনও একটি মেলায় অভিনব পদ্ধতিতে কবিসম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে দেখলাম। দেখে, উদ্যোক্তাদের এক ঢিলে দুই পাখি মারা, এই প্রবচন মনে পড়ল।

সাধারণ এইসব মেলার প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান এইভাবে গাঁথা—আলোচনা, আবৃত্তি, একক সঙ্গীত, যন্ত্রসংগীত, নাটক, কিংবা নৃত্যনাটক, অথবা ওই ধরনের কোনো চরম দীর্ঘস্থায়ী অনুষ্ঠান।

সেদিন ওই মেলার অনুষ্ঠানে একটি ইতস্তত আধুনিক কবিতা পাঠ হতে শুনলাম। এমন বিস্ময়কর ছদ্মবেশ পরিয়ে কবিতাকে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার প্রয়োজনীয়তা বা অর্থ কিছুই বুঝতে পারলাম না। এতে এঁরা না দিলেন কবিতার সম্মান, না দিলেন কবিদের।

তাছাড়া জনসাধারণেরও অস্বস্তির সীমা-পরিসীমা ছিল না। ছদ্মবেশের কথায় একটি দুঃখের ঘটনা হঠাৎ মনে পড়ল।

গত কয়েক বছর আগে এই রকম রবীন্দ্রজন্মদিন উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানে আধুনিক এক কবিকে সম্মেলনের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা চিরদিনই অসাংস্কৃতিক কাজকর্মে পটু। পূর্বোক্ত কবির সহিত ব্যবস্থানুযায়ী আমরা সদলবলে মঞ্চে দু-একটি গান গাওয়ার জন্য নিমন্ত্রিত হই। চোখ-কান বুজে গানটি শেষও করি। কিন্তু শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে চেয়ারের শব্দ, দুর্দান্ত পায়ের আওয়াজ এবং আরও সব ভয়ঙ্কর বিক্রম...যাতে আমরা টের পাই কর্মকর্তাদের প্রতি তাঁদের অত্যন্ত ক্ষোভ। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ মুষ্টি একত্র করে এগিয়ে আসেন। আঘাতের পূর্বে কেবলি যা বলতে থাকেন, আমাদের কাছে তা শুধু গর্জন মনে হয়।

তাঁরা বলেন, 'না, না, গান নয়, গান খুব ফাশ্ কেলাস।'

তবে? তবে আমরা পেন্টালুন পরে মঞ্চে উঠেছি কেন? এতে তাঁদের সংস্কৃতির অবমাননা করা হয়েছে। আমরা তৎক্ষণাৎ সমূহ ক্ষমা করতে বললাম। এরপর থেকে কী ভাবে এইসব অনুষ্ঠানে উপস্থিত হবো, আলোচনা করতে শুরু করলাম নিজেদেরই মধ্যে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবিতা দিবস

হঠাৎ দমকা বাতাস, বাতাসের সঙ্গে তুমুল বৃষ্টি। জানলা-দরজাও দুদ্দাড় করে বন্ধ। রাস্তা জুড়ে রাধাচূড়ার হলুদ ফুল ছড়িয়ে পড়ছে। হঠাৎ-আসা ধুলোর ঝড়, যার নাম পশ্চিমি আঁধি, তাও সংযত হয়েছে বৃষ্টিতে। কলকাতায় কালবৈশাখি ট্যুরিস্টের মতন কটাদিন যেন বেড়াতে এসেছে। চতুর্দিকে বৈশাখ নামবার পোস্টার, ফেস্টুন, রবীন্দ্র-জন্মদিন উপলক্ষে নাচগান আনন্দ উৎসবের আয়োজন। কবিকণ্ঠের রেকর্ড করার কথা কানে আসছে—কোনো এক প্রতিষ্ঠিত গ্রামোফোন কোম্পানী পরীক্ষামূলকভাবে আধুনিক জ্যেষ্ঠ কয়েকজন কবির কণ্ঠ রেকর্ড করবেন। তদারক করছেন একজন। কাব্যদরদি তরুণ কবি। আশা করা যায়, এই আশু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গ্রামোফোন কোম্পানি আরও অ্যাডভেঞ্চারাস হতে পারত। পৃথিবীর সব দেশেই কবিতার রেকর্ড প্রচুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিমাণে বিক্রি হয়। রাশিয়া-আমেরিকার কথা ছেড়ে দিলেও অন্যান্য দেশে এই রেকর্ড বিক্রির পরিমাণ বড়ো কম নয়। রবীন্দ্রনাথের কথা বাদ দিলে বাংলাদেশে কবিতার কোনো ব্যাবসা-ভিত্তিক রেকর্ড আছে বলে আমার জানা নেই। ব্যক্তিগতভাবে কারও সংগ্রহে টেপ-করা কবিকণ্ঠ আছে এমন শুনেছি। বিদেশে সুধীন্দ্রনাথের গোটা অর্কেস্ট্রার লং-প্লেয়িং চালু আছে। আকাশবাণী সময়ে-সময়ান্তরে তাঁদেরই প্রয়োজনে 'কবিকণ্ঠ' রেকর্ড করেছিলেন—মৃত কবিগণের ক্ষেত্রে তাঁদের অনেক বেশি সংরক্ষণশীল মনোভাব থাকার প্রয়োজন ছিল। খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, এমনকি জীবনানন্দের কবিতার রেকর্ডও তাঁরা অনায়াসে নষ্ট করে ফেলেছেন। বাংলাদেশে কবিতার প্রতি সমাদর সাধারণ শিক্ষিতের মধ্যে বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও আকাশবাণী প্রভৃতির ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের এমন নির্মম ও মূল্যহীন আচরণ কোনোমতেই বরদাস্ত করা যায় না। এতদিন বাদে একটি কবিতা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কয়েকজন তরুণ কবির সংগঠিত প্রয়াস নিরন্তর এর পিছনে ছিল বা আছে বলেই এর সামান্য প্রতিষ্ঠাও সময়ে হয়েছে। শুরু করেছেন কবিতার বইয়ের সংগ্রহ কাজের ওপর ভিত্তি করে। কিন্তু এই সঙ্গে কবিতার পাণ্ডুলিপি, কবিদের মধ্যে পত্র-বিনিময়, আলোকচিত্র, কণ্ঠ প্রভৃতির সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। এর জন্য সরকারি আনুকূল্য বিশেষভাবে দরকার। বেসরকারি

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিষ্ঠান-সমূহের বদান্যতা থেকেও এই ভবিষ্যৎময় একান্ত প্রয়োজনীয় একটি উদ্যোগ বঞ্চিত হবে না, এমন আশাই করব। দুর্দশা এমনই এক স্তরে পৌঁছেছে শুনেছি, আলমারি কেনার অর্থাভাবে সংগৃহীত গ্রন্থসমূহ উচিতমতো উপায়ে রাখা যাচ্ছে না।

রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে বাংলাদেশে কবিতা ও কবিতা-পত্রিকার জগতে এক অভাবনীয় সাড়া পড়ে যায় প্রতি বছর। গত বছর সেই উত্তেজনা শিখরদেশ ছুঁয়ে এসেছে। আপনারা নিশ্চিত জানেন, গত বছর এই উপলক্ষে কলকাতা ও কলকাতার বাইরে থেকে কমপক্ষে সাত-আটখানি দৈনিক কবিতার কাগজ বের হয়েছিল। সাপ্তাহিক তুচ্ছ ঐ দৈনিকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কবিতা-বার্ষিকীর প্রকাশ পৃথিবীর কাব্যজগতে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এবছর অন্যান্য সাময়িক-পত্রিকার সঙ্গে সঙ্গে দৈনিক-সাপ্তাহিক-পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ অব্যাহত থাকবে। কবিতা-বার্ষিকী সংগঠকগণ এবছর শতবার্ষিক কবিতার সংকলন করছেন বলে শুনেছি। এবছর কলকাতাবাসী হিন্দি কবির দল শুনছিলাম একটি দৈনিক কবিতা প্রকাশ করতে চলেছেন। বিজ্ঞাপন অফিসগুলো উপদ্রুত অঞ্চল হিসেবে ঘোষিত হতে চলেছে। তরুণ কবিকুলের মধ্যে একমাত্র কথা—কত জায়গায় লিখেছেন এবার? পঁচিশ? আমার কিন্তু সিঙ্গল! সেকি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেখাপত্তর ছেড়ে দিলেন নাকি? জীবনযাপন করছেন? মন্দ কি? লেখাই তো সব নয়? কফি হাউস থেকে শুরু করে চা-খানা যেখানেই চার-পাঁচটি ছেলেমেয়েকে দেখবেন মাথা ঝুঁকিয়ে তন্ময়—বুঝবেন, সূচনা হতে চলেছে—লিটল ম্যাগাজিনের জগতে আর একটি তুমুল সংযোজন হলো বলে।

বইয়ের দোকানেও ভিড় কম নয়। কবিপক্ষের বিশেষ ছাড় উপলক্ষে বেশ কিছু বই বিক্রি হয়। সারা বছরের একটানা বিক্রির প্রায় অর্ধেক শুনেছি ওই পনেরো দিনে সম্ভব হয়। নতুন কবিতার বই প্রকাশিত হলে তো কথাই নেই। বাঁধা দোকান ছাড়াও ওই সময় কেন্দ্র করে দু-তিনটি বড়ো সাংস্কৃতিক মেলা প্রাঙ্গণে কবিরাই কবিতার স্টল খুলে বসেন। মূল লক্ষ্য আড্ডা ও জমায়েত—উপলক্ষ বই বিক্রি। বিক্রি মন্দ হয় না। বিক্রির চেয়ে বেশি থাকে—কী এক জাতের উত্তেজনা! পাঠক-পাঠিকা সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন কবিকুলের সঙ্গে এই উপলক্ষে।

খবরের কাগজে দেখলুম সাদার্ন এভিনিউর বিড়লা অ্যাকাডেমি অব আর্ট অ্যাণ্ড কালচার রবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত ছবির প্রদর্শনী ৪ঠা মে পর্যন্ত খোলা আছে বলে পুনর্বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন। আমার মনে হয় আরও কিছুদিন খোলা রাখতে পারলে কবির জন্মপক্ষকালের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিসাবে গণ্য হতে পারে। সকলেই জানেন এই ছবির জগতের রবীন্দ্রনাথ কবি রবীন্দ্রনাথের এক বিচিত্র ও নূতন পরিপূরক। এই রবীন্দ্রনাথ অনেকেরই অচেনা। বরং ছবিতে তিনি আধুনিক কবি ও জটিলতাপূর্ণ আধুনিক মানুষের অতি কাছাকাছি।

রবীন্দ্র-জন্মদিবস উপলক্ষে কে যেন বলেছিলেন, ভারতের কবিতা দিবস ঘোষণা করা উচিত। দেশ-বিদেশের কবির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে এক মহাসম্মেলন আহ্বান করা উচিত। সত্যিই উচিত — বিদেশ না হলেও দেশের বিভিন্ন ভাষার কবিদের মধ্যে অবিলম্বে এই ধরনের এক ব্যাপক যোগাযোগ হওয়া প্রয়োজন। আশা করি, সংশ্লিষ্ট মহল এ-ব্যাপারে উদ্যোগী হবেন। পত্রিকাসমূহের সহযোগিতা পেলে বিশ্বাস করি—বাংলাদেশেই এই ধরনের সর্বভারতীয় একটি উদ্যোগ সম্ভব। কবিশ্রেষ্ঠ আদিভূমি এই গাঙ্গেয় অঞ্চলে কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের জন্ম-উপলক্ষেই এই উদ্যোগ নেবার মতন আনন্দ আর কিছুতেই নেই।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাইশে শ্রাবণ

শহর থেকে যদিও আটাশ-উনত্রিশ মাইলের ভেতরে থাকতুম, বয়েস যৎসামান্য ছিল বলেই খবরের কাগজ পড়তুম না। পড়লে বড়োজোর খেলার পৃষ্ঠায় একবার চোখ বুলিয়ে নিতুম নামমাত্র। 'মোহনবাগান' এই অক্ষর ক'টিই রূপকথার স্পর্শকাঠি ছিল।

সেদিন দাদামশাই হন্তদন্ত হয়ে ইস্টিশান থেকে ফিরলেন বিকেলবেলা। আমাদের কারুর সঙ্গে কোনো কথা বললেন না, সঙ্গে এলেন ইস্টিশান-মাস্টার। দুজনেই বৈঠকখানায় মর্মাহত হয়ে বসে রইলেন গভীর রাত পর্যন্ত। সেদিন ঘরে গ্যাসবাতি জ্বালালেন না।

মাসিমণি নিঃশব্দে চা দিয়ে গেলেন কয়েকবার। আজকের সন্ধ্যা দেখে আমার কেমন অচেনা ঠেকতে লাগল। ভিতরের নৈঃশব্দ্যের কারণটুকু আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারলুম না। সন্ধ্যা পড়তে না পড়তেই এক পশলা বৃষ্টি হল। বাদলা পোকা ঝাঁক বেঁধে উঠোনের আকাশটুকুতে উড়ে বেড়াচ্ছিল। তাদের সবারই পাখা বৃষ্টিমাখা ঘাসের উপর ঝরে পড়ল। আমার পড়াশুনোতে বসা হল না সেদিন। দাদামশাই আর মাসিমণি সেদিকে কোনো মতেই দৃকপাত করলেন না। দাদামশাই শুধু বললেন একবার, 'এখানে এসে চুপ করে বসো।' আমি বৈঠকখানায় তাঁদের কাছে এসে মুখ বন্ধ করে বসে রইলুম। তাঁরা খুব অল্পই কথাবার্তা বলছিলেন। এক সময় শুধোলেন, 'তুমি রবীন্দ্রনাথের নাম শুনেছ? কবিতা পড়েছ তাঁর? খবর এসেছে, তিনি মারা গেছেন।'

পরদিন সকালবেলা কলকাতার বাড়িতে ভাইবোনদের কাছে চিঠি লিখলুম : 'রবীন্দ্রনাথ মারা গেছেন। তোমরা তাঁর একটি ছবি পাঠিয়ে দাও।'

কিছুদিন বাদে জয়নগর-মজিলপুরে 'বাণী-সিনেমা' হলে ছবি দেখতে গেছি। কি বই স্পষ্ট মনে নেই। তবে, তখন 'পরিচয়', 'ভাবীকাল', 'শহর থেকে দূরে'র আবহাওয়া সিনেমাজগতে। ঝাঁক-ঝাঁক বিমানবহর, আর যুদ্ধের সমাচার দেখার পর, অরোরা থেকে তোলা শোকযাত্রার ছবি দেখতে পেলুম। মনে পড়ে, মাসিমণির কোলে বসেও শ্রাবণের ধারায় সেদিন ভিজেছিলুম। আসল ছবিটা সেদিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অল্প কয়েকজনই দেখেছিলেন। মহাপ্রয়াণের ছবি দেখার পর সাশ্রুনেত্রে সেদিন অনেকেই আনন্দে ভঙ্গ দিয়েছিলেন। মাসিমণিও আমার হাত ধরে এসে সাইকেল-রিক্‌শায় উঠে বসলেন। আমাদের তখন মন খারাপ করার বয়স নয়। তবুও মনের ভিতর কোন্ নিরানন্দের আসন পাতা হল।

'২২শে শ্রাবণ' গ্রন্থে শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশ লিখেছেন: 'জনতার উন্মত্ত কোলাহল সমুদ্র গর্জনের মতো কানে আসছে। ঘরের মধ্যে অপরিসীম শান্তি বিরাজমান। কবি চিরনিদ্রায় মগ্ন। মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম, সেই শান্ত সমাহিত মুখশ্রীতে দেহের কোনো কষ্টের চিহ্ন মাত্র নেই। পরনে সাদা বেনারসির জোড়, কপালে চন্দন। আজানুলম্বিত চাদরখানা পাট করে গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। গোড়ের মালার ফুলের গন্ধে ঘর আমোদিত। শুভ্রকেশ, শুভ্রবেশ। চিন্তিত হয়ে শান্তিতে ঘুমোচ্ছেন কবি। কোথায় গিয়েছে আমাদের উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা। অতৃপ্ত নয়নে শুধু চেয়ে চেয়ে দেখছি।'

১৯৪১ সনের ৮ই আগস্ট আনন্দবাজার লিখেছে : 'কলেজ স্ট্রিট ও কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে লোকের ভিড় সমাধিক হয়। গোলদীঘি হইতে হেদুয়া পর্যন্ত সমস্ত রাজপথটি লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল...শোকযাত্রাটি শবদাহ ঘাটে পৌঁছানো পর্যন্ত পথিমধ্যে কবির দেহের উপর যেসব পুষ্পমাল্যও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়, তাহা একত্র করা হইলে উহার উচ্চতা তিনফুট হয়। ...শ্মশানের দৃশ্য দেখিবার জন্য অনেক নৌকার আরোহীরা নদীর মধ্যে নোঙর করিয়া রহিল। যে যেখানে যেটুকু জায়গা সংগ্রহ করিতে পারিল তাহাই দখল করিল। রেলওয়ে-ভ্যানের ছাদ, বৃক্ষ, মোটর গাড়ির হুড কোথাও তিলমাত্র জায়গা অবশিষ্ট রহিল না। ...শোকযাত্রা কবির গৃহ হইতে বাহির হওয়ার পর দেখা যায় যে প্রায় ১ হাজার জোড়া জুতা ও বহু ছেঁড়া শার্ট ও পাঞ্জাবি কবির গৃহের নানা স্থানে পড়িয়া আছে।'

না জানলে বিশ্বাস করা শক্ত যে, রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি নিমতলা ঘাট শ্মশানের সঙ্গে জড়িত আছে।

আমি কলকাতায় এসেছিলুম ১৯৪৭ সনে, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর বছর ছয়েক বাদে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত বহুবারই গঙ্গাতীরে এই শ্মশান ঘাটে গিয়েছি।

গত বছর এক বিদেশি কবি এসেছিলেন কলকাতায়। নানা কারণেই তিনি নিমতলা ঘাট পছন্দ করতেন। সেখানে সাধু-সন্ত, পাগল, খ্যাপা, ভিখারিদের সঙ্গে তিনি বহু রাত কাটিয়ে গেছেন। তাঁর সঙ্গে ঘুরতে-ঘুরতে শ্মশানে ঠিক রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিস্তম্ভটির পাশে এক খ্যাপার সঙ্গে আলাপ হল। সে দিনরাতই ঐ স্মৃতিস্তম্ভ পাহারা দেয়, আর লোকজনকে বলে বেড়ায়, 'প্রথম বাইশে শ্রাবণের দিনও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে অমন জায়গায় ছিলো। খুব কাছ থেকে কবির মৃতমুখ সে দেখেছে। এত বড়ো কবিকে কি অবস্থায় থাকতে হচ্ছে মশাই, এ কি সহ্য হয়?' এই বলে সে সেই বিদেশির কানে-কানে আর অনেক কথাই বলল। সে-কথা অবশ্য আমরা আজও জানতে পারিনি। তবে, এখনো নিমতলা ঘাটে গেলে সেই ক্ষ্যাপাকে একভাবে বসে থাকতে দেখা যাবে। ক্ষণে ক্ষণে তার অভিযোগ, 'আপনারা একটা কিছু করুন মশাই। অতো বড়ো কবির স্মৃতি— বললেও লোকে বিশ্বাস করে না আজকাল। ভাঙা, ফাটা, কুকুর-লাঞ্ছিত...এই কি স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা!'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রনাথ : আমার মতো করে

রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে কিছু লিখতে গেলেই আমার একেবারে ব্যক্তিগত একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। তখন আমি ৮/৯ বছরের নিতান্তই বালক। দাদামশায় ও এক বিধবা মাসির সঙ্গে বহড়ু গ্রামে থাকতাম। একদিন জয়নগরে মাসির সঙ্গে সিনেমা দেখতে গেছি, নিউজ-রিলে রবীন্দ্রনাথর মৃত্যুর ছবি বা মৃত্যুর পরের নানা ছবি দেখাচ্ছিল। মৃত রবীন্দ্রনাথকে দেখে আমি তখন হাউ-হাউ করে কেঁদেছিলাম এবং মাসিকেও সেদিন আর সিনেমা দেখতে দিইনি। ঐ বয়সে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমার কিছুই জানা ছিল না। থাকবার কথাও নয়, একমাত্র 'আমাদের ছোটো নদী চলে আঁকেবাঁকে' এই কবিতা ছাড়া। অথচ আমি কেঁদেছিলাম। জীবিত নয়, মৃত রবীন্দ্রনাথকেই আমার প্রথম এইভাবে দর্শন হয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এরপরে রবীন্দ্রনাথকে স্কুলের টেক্সটবইয়ে পাই। ওই পাওয়াটা খুবই বিরক্তিকর মনে হতো। কারণ ওঁর কবিতার ব্যাখ্যা, ভাবসম্প্রসারণ এইসব করতে করতে রবীন্দ্রনাথের প্রতি বিরক্তিটা আসত। আসলে আমার মনে হয় যদি কোনো কবি টেক্সটে চলে যায় তাহলে অন্তত ঐ বয়সের কাছে তাদের কোনো মূল্য থাকে না। সেই সব কবিদেরকেও মাস্টারমশায়দের মতোই খুব গম্ভীর ও ভারিক্কি মনে হয়ে যায়, উপায় নেই। রবীন্দ্রনাথকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম ওঁর গান শুনে। রবীন্দ্রসংগীতই আমার সবচেয়ে প্রিয়। আমার নিজের মনে হয় অনুভূতির সূক্ষ্ম ও গভীর প্রকাশ অত্যন্ত সাবলীল ও সার্থক হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের গানে। যেমন "মরি লো মরি" গানটিতে যখন "ঐ যে বাহিরে বেজেছে বাঁশি, বল কি করি" এই লাইনটি শোনা মাত্রই "বাহির" যেন চোখের সামনে পরিষ্কার হয়ে আসে। বর্ষার গান—ঐ চারপাশ ঘিরে বর্ষা নেমে আসার অবিরাম ছন্দ ওঁর গানে, গানের কথায় ও সুরে অসম্ভব নিখুঁত হয়ে দেখা দেয়। মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ অনুভূতির সবটুকু বিশ্বাস ও মগ্নতা নিয়ে গানগুলি সৃষ্টি করেছেন। আর তাই আমাদের কাছে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো তিনি অনিবার্য।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমার কিছু অভিযোগও আছে। তিনি বাবা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে নিয়ে বিস্তর লিখেছেন

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু মা সম্বন্ধে তিনি কোথাও তেমন কিছু লেখেননি। এইটি তো ভেবে নেওয়া ঠিক হবে না যে, উনি মা সম্বন্ধে কিছু জানতেন না। রবীন্দ্রনাথের লেখায় মাতৃচরিত্র আছে ঠিকই, কিন্তু মায়ের মতো জীবন্ত হয়ে ওঠেনি।

রবীন্দ্রনাথের লেখায় কলকাতা আশ্চর্যভাবে অনুপস্থিত। 'ছেলেবেলাতে' একটু-আধটু সেকেলে কলকাতার ছবি আছে। কিন্তু কলকাতার মতো এমন একটি অপূর্ব বিষয়বস্তুকে তিনি কেন যে এড়িয়ে গেলেন বোঝা গেল না। এমনকি চিৎপুরের অমন দজ্জাল জায়গাটি নিয়েও তিনি কিছু লেখেননি। এতো নয় যে ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে ছিলেন বলে লেখা হয়ে ওঠেনি—কিন্তু ওই দেখার মতো চোখ তো ছিল। 'কিনু গোয়ালার গলি'তে কলকাতা আছে, তবে এ গলি আমাদের চেনা বা দেখা গলি বলে মনে হয় না। ওঁর মতো অত বড়ো মানুষের কাছে কলকাতা চরিত্র হয়ে না ওঠাটা আমার তো ত্রুটি বলেই মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথের কোনো নাটককেই আমার নাটক বলে মনে হয় না। কিছু কিছু আইডিয়াকে নাটকে বিষয়বস্তু করেছেন, কিন্তু রক্তমাংসের চরিত্র নিয়ে তিনি নাটক লেখেননি। যেমন 'মুক্তধারা'—যে বিষয়বস্তু তা কি এই সময়ে অভিনয় করা চলে? একটা বাঁধ দেওয়ার বিরুদ্ধে বা বাঁধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেঙে দেওয়ার পক্ষে এই নাটক, কিন্তু নানা প্রয়োজনে দেখা গেছে (মানুষেরই প্রয়োজনে) বাঁধ দেওয়ার দরকার আছে। পাঠ্য হিসেবে নাটকগুলি ঠিক আছে; নাটক তো শুধু পড়ার বিষয় নয়—চোখে দেখার ও কানে শোনার জন্যও নাটক। সেদিক থেকে ওঁর নাটক আমার মনে হয় ওঁর গানের মতো সকলকে কাছে টেনে নিতে পারেনি। ইবসেন বা মেটারলিঙ্ক যে কারণে বড়ো নাট্যকার রবীন্দ্রনাথকে আমার সে তুলনায় তাদের মতো মনে হয় না। বিশেষত মেটারলিঙ্ককে আমার অসাধারণ মনে হয়। 'সাইটলেস' নামে ওঁর একটি ছোট্ট নাটিকা পড়ে আমি চমকে উঠেছিলাম—বিষয়বস্তু হলো, একটি ছোটো দ্বীপ, দ্বীপে কিছু বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, কিছু ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে সকলেই অন্ধ, চক্ষুষ্মান বলতে শুধু একটি কুকুর। দ্বীপটিতে এক সময় ঝড় আসে, জল উঠতে থাকে, দ্বীপে ওই সময় চরিত্রগুলি নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলে। সামান্য কথা বা সচরাচর কথাবার্তা। কুকুরটি তখন ভাবতে থাকে সে কাকে বাঁচাবে? নাকি নিজেই ঐসব অন্ধদের মতো চোখ বুজে মরে যাবে? এই সিচুয়েসন অবশ্য রবীন্দ্রনাথের নয়। কারণ তিনি ঠিক ওই ধরনের দ্বীপ হয়ত দেখেননি। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ নাটকে শেষ পর্যন্ত কমপ্রোমাইজ করেছেন। যেমন 'ডাকঘর' বা 'চণ্ডালিকা'—অসাধারণ বিষয়বস্তু সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত কমপ্রোমাইজ করে ফেললেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রক্তকরবীর মতো বিশাল attempt এ-পর্যন্ত ভারতবর্ষে হয়নি। বিশেষত চরিত্রগুলির পিঠে নম্বর এঁটে দেওয়া বা রাজাকে আড়ালে রেখে নাটকটিকে রাখা, খুবই অসাধারণ। কিন্তু মুক্তধারাতে ঐ ধনঞ্জয় বৈরাগীর গান শুনিয়ে কমপ্রোমাইজের চেষ্টা করেছেন। বরং 'বিসর্জন' নাটকটিকে আমার অনেক বেশি বাস্তব বলে মনে হয়, কারণ ওই নাটকে রক্তমাংসের কিছু চরিত্রকে পাওয়া যায়।

আমার মনে হয় নাটক, গল্প বা উপন্যাস সব ক্ষেত্রে চরিত্রগুলি রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব পরিমণ্ডল থেকে বার হয়ে আসতে পারেনি, ফলে সংলাপের মধ্যেও আমরা রবীন্দ্রনাথকেই স্পষ্ট করে পাই। আসলে ঠাকুরবাড়ির ওই বিশাল আইভরি টাওয়ার থেকে উনি নেমে এসেছিলেন বীরভূমের মাটিতে। নামলেও সেই পরিমণ্ডলকে তিনি কখনো ভুলে যাননি, ভুলে যেতে চাননি।

তাকে ছোটো করা নয়, অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গেই তার বিচ্যুতিগুলিকে দেখিয়ে দেওয়ার সময় এসেছে। কারণ তিনি এত বড়ো মানুষ, শুধু পুজো করে তার ভিতরের মানুষটিকে চিনে নেওয়া যায় না। যেমন একটা ঘটনা বলি—একবার শান্তিনিকেতনে কিঙ্করদার সঙ্গে কিছুদিন ছিলাম। ভালোই ছিলাম। সেই সময়ে 'উত্তরায়ণে' ঢুকতে গিয়ে দেখি, একটা প্ল্যাকার্ডে লেখা 'জুতা খুলিয়া প্রবেশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করুন', দেখেই আমার সহ্য হল না। আমি লাথি মেরে ওই প্ল্যাকার্ডটি সরিয়ে দিলুম। তখন রবীন্দ্রভবনের অধ্যক্ষ ভবেতোষ দত্ত মহাশয় ব্যস্ত হয়ে ছুটে এসে আমাকে বললেন, 'এটা কি করেছেন শক্তিবাবু'? আমি বললাম 'এটা কি মন্দির? রবীন্দ্রনাথ কি দেবতা? আমি বিশ্বাস করি মানুষে। তাই মন্দির হলেও মানুষের মন্দির।' শুধুমাত্র মিউজিয়াম করে বা তাঁকে দেবতার আসন দিয়ে ঘিরে রাখাটা একেবারে উচিত বলে আমার মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এসব চাইতেন না। আসলে ওঁর এত বেশি পাশচেলা জুটেছিল যে তাদেরই সংস্পর্শে এবং পরবর্তীকালে ওইসব পাশচেলাদের সমগোত্রীয় সাঙ্গপাঙ্গ দের প্রচেষ্টায় রবীন্দ্রনাথকে শুধু 'গুরুদেব' হয়েই থাকতে হল। যেমন আবৃত্তিকারদের পাল্লায় পড়ে রবীন্দ্রনাথের অসম্ভব ভালো কবিতাগুলিও মনে হয় নষ্ট হয়ে গেছে, আর শুনতে ভালো লাগে না। 'দেবতার গ্রাস' একটি অসম্ভব ভাল কবিতা, বিশেষত এই ধরনের Narrative কবিতা লিখতে রবীন্দ্রনাথের জুড়ি মেলা ভার। গল্প আছে, তবু তা সম্পূর্ণ কবিতা হয়ে ওঠা—খুব শক্ত কাজ, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সহজেই তা সম্ভব করতে পেরেছেন যদিও তার মধ্যে Excess রয়েছে যা বেশি করে বলার বা লেখার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আসলে সেকালের কবিদের অতিরিক্ত লিখে ফেলার প্রবণতাটা রবীন্দ্রনাথের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যেও ছিল। আবার Excess ছিল বলেই একই রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অতবড়ো শান্তিনিকেতন গড়ে তোলার পাশাপাশি এত অজস্র লিখে যেতে পেরেছিলেন। এক এক সময় তাই মনে হয় (যেমন শেক্সপীয়র সম্পর্কে অনেকের ধারণা) রবীন্দ্রনাথ একজনই ছিলেন তো? নয়ত প্রায় সাড়ে চার হাজার চিঠি শুধু লেখেনইনি তার কার্বন কপিও রাখতেন, ভাবা যায়!

সব চিঠিই যে উনি কার্বন কপি করেছেন, তা নয়। ওর পাশচেলারাও করেছেন। মৈত্রেয়ী দেবী, নির্মলা মহালনবিশ প্রমুখ। নাম করলে তো তার সীমা-সংখ্যা থাকবে না।

যাই হোক, একজন কবি ও সংগঠক হিসেবে ওঁর তুলনা পাওয়া ভার। অগস্ত্য মুনির কাছে যেমন বিন্ধ্য পর্বতকে নত হতে হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের কাছে তেমনই ভারত নামক পর্বতটিকে নত হয়ে থাকতে হয়েছে। আর একটা ব্যাপার, উনি জানতেন যে উনি বিখ্যাত হবেন। তাই সব ধরনের কাজ (উনি যা যা করেছেন) বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে করতেন। কিন্তু একটি ক্ষেত্রে কিছু কম বয়সে রবীন্দ্রনাথ মাইকেল মধুসূদন সম্পর্কে যে সমালোচনা করেছিলেন সেটি খুব বিচার বিবেচনা নিয়ে করেন নি। এবং উনি তা বুঝতেও পেরেছিলেন বলে পরবর্তী সময়ে মাইকেল সম্পর্কে সঠিক কথা লিখে গেছেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসলে, মাইকেল বাংলা কবিতায় ছন্দের ক্ষেত্রে যে নতুনত্ব এনেছিলেন, তা রবীন্দ্রনাথকে কিছুটা ঈর্ষান্বিত করেছিল। কারণ সে সময়ে তিনি ছন্দের সবকটা গণ্ডি পার হয়ে যাননি। কিন্তু পরে যখন নিজেও ছন্দ নিয়ে নানা পরীক্ষা করে চললেন, গদ্য কবিতার সূত্রপাত ঘটালেন তখন মাইকেলের ক্ষমতাকে অনায়াসভাবে স্বীকার করে নিলেন।

এদেশি বা বিদেশি যত কবির কবিতা পড়া যাক, রবীন্দ্রনাথের মতো এমন বিস্তৃত অথচ সংহত কবি-প্রতিভা বিরল।

ব্যক্তিগত কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম। শেষ করি ব্যক্তিগত কথা দিয়েই। আমি যখন মধ্যপান করতে করতে নিজের মধ্যে চলে যাই, তখন রবীন্দ্রনাথের গান আমার ভিতর-বাহিরকে একাকার করে দিয়ে যায়। করতে থাকে। তখন গলার সবটুকু জোর ও উদারতা দিয়ে ওঁর গান গাইতে ইচ্ছে করে। গাই উপায় নেই।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার প্রিয় রবীন্দ্র কবিতা

অনায়াস যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার।

—শেষ লেখা

(জোড়াসাঁকো, কলিকাতা
৩০ জুলাই, ১৯৪১, সকাল সাড়ে নয়টা)

AMARBOI.COM

রবীন্দ্রনাথের কোন্ কবিতাটি আমার সবচেয়ে প্রিয় এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়াটা খুবই মুশকিল। আসলে ওঁর বহু কবিতাই আমার প্রিয়তম। 'প্রিয়তম' বলতে তো একটা কবিতা হওয়া উচিত, কিন্তু রবিঠাকুরের অনেক কবিতাই প্রিয়তম হয়ে রয়েছে একই সঙ্গে।

তার মধ্যে "শেষ লেখায়" শেষ কবিতা "তোমার সৃষ্টির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পথ'' আমাকে এই বয়সে গভীরভাবে ছুঁয়ে যায়। যেতে থাকে। এই কবিতায় দর্শন যত বেশি আছে, কবিত্ব তার তুলনায় অনেক কম। এখানে কবি যেন সারা জীবনের যা কিছু লেখা, কীভাবে পেয়েছেন, তার একটা ভাষা কবিতার মধ্যে দিয়েছেন। ভাষা অত্যন্ত সরল, জটিলতা বিন্দুমাত্র নেই। এখানে উচ্চারণ খুবই স্পষ্ট, বাহুল্য একেবারেই নেই। একটি শব্দও পর্যন্ত আমার ধারণা, বদলাতে পারা যাবে না। ওঁর অনেক কবিতায়, বিশেষত প্রথম দিককার কবিতায় কিছু কিছু বাহুল্য আছে। কিন্তু শেষ জীবনের কবিতায় শেষ সপ্তক, রোগ শয্যায়, শেষলেখায় কবি অনেক সংহত ও সরল হয়ে এসেছেন। সমস্ত অলংকার ত্যাগ করে সাদামাটাভাবে সবকিছু দেখা, অথচ তার ভেতরে রয়েছে একটি বিশুদ্ধ বক্তব্য। এই পর্যায়ের কবিতাগুলিই আমাকে সবচেয়ে বেশি টানে।

যখন তিনি বলছেন 'তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছে আকীর্ণ করি/বিচিত্র ছলনাজালে/ হে ছলনাময়ী' বোঝা যায়, দীর্ঘসময় যা কিছু সৃষ্টি করে গেছেন—সবকিছুই মায়া বা ছলনা মনে করেছেন। কবিতার শুরুতে অবিশ্বাস। কিন্তু শেষে 'অনায়াস যে পেরেছে ছলনা সহিতে/সে পায় তোমার হাতে/শান্তির অক্ষয় অধিকার'—এই বিশ্বাসটা ফিরিয়ে এনেছেন। যে সাবলীলতার মধ্য দিয়ে ছলনাটি সইতে পারে, সে-ই শান্তির অক্ষয় অধিকার লাভ করে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঐ ছলনাটির প্রয়োজন আছে। ছলনাকে ছলনা বলে ধরে নেওয়াটাই বড়ো কথা। তাতেই তো শান্তি। কেননা, এই সৃষ্টির পথ সবই তো ছলনাময়ীর মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছে 'নিপুণ হাতে সরল জীবনে'—জীবন সরল, জটিলতা কিছু নেই, কিন্তু ওই সারল্যের ভেতরে ছলনাময়ীর সৃষ্টি জটিলতা এনে দিয়েছে।

এই ছলনাময়ী কে? মনে হয়, যিনি সৃষ্টি করাচ্ছেন তিনিই। কোনো তত্ত্ব কথা নয়। আসলে কবির যা কিছু সৃষ্টি তার মূলে যিনি—নারীও হতে পারেন, প্রকৃতি, যে কেউই হতে পারে। আবার সব মিলেমিশে ছলনার একটি সক্রিয় অস্তিত্বও বলা যেতে পারে।

এই কবিতার বক্তব্যের সঙ্গে আমার জীবনের এক অর্থে মিল পাই। আমার যা কিছু লেখা সেসব তো সচেতনভাবে লিখি না—কে যেন লিখিয়ে নেয়। হঠাৎ হঠাৎ একটা সময় আসে, এমন একটা গূঢ় অবস্থার মধ্যে চলে যাই, তখন লেখা হয়। সচেতনভাবে লিখতে গিয়ে, কখনোই লেখা হয়নি। সেকারণে আমার লেখা হয়ে যাওয়ার পরে, সেখানে কাটাকুটি প্রায় একেবারেই করি না। তবে আমি ঠিক "ছলনাময়ী" বলছি না এক ধরনের ক্ষমতা, কোনো শক্তি যা গোপনে থাকে—তারই তাগিদে লিখি। লিখে যেতে হয়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলাদেশ ও রবীন্দ্রনাথ—এটাকে পৃথক করা যায় না

এখনকার এই আত্মস্থ কবির কাছে আমার কতকগুলো কৌতূহলী প্রশ্ন ছিল। আর সে কৌতূহল রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে। হাজার বছরের পুরোনো বাংলা সাহিত্যের আকাশে যে মানুষটা আশি, পঁচাশি বছর ধরে নিজেকে প্রসারিত করে চলেছেন, যাঁর পদচারণা এখনও মনে হয় দৃপ্ত; যিনি আমাদের জাতীয় জীবনের পরমায়ু আরও হাজার বছর বাড়িয়ে দিয়েছেন—সেই রবীন্দ্রনাথের দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকা যায় কি! তারই উত্তর খোঁজার আশায় কর্নেল বিশ্বাস রোডের বাড়িতে কবিকে চৈত্র শেষের সকালে নিভৃত অবকাশে ধরলাম 'এবং এই সময়' পত্রিকার তরফ থেকে আমি, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় : কী হিসেবে ঠিক এই বর্তমান সময়ে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি আপনি কতটা এবং কীভাবে উপলব্ধি করছেন?

শক্তি চট্টোপাধ্যায় : সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে বহু বছর হল রবীন্দ্রনাথের কবিতা ঠিক সেইভাবে পড়িনি। গদ্য রচনাও সেইভাবে পড়া হয়নি। কিছু কিছু প্রবন্ধ ও ছিন্নপত্র অবশ্য গত বছর পড়েছি। এখন কথা হল, এগুলো পড়ি না কেন? তেমন একটা টান অনুভব করি না বলেই পড়া হয়নি। কিন্তু আমাদের ভালোলাগা মন্দলাগা এই দুটো নিয়েই আমাদের রবীন্দ্রনাথের গান খুব বড়ো করে আছে। সুখে দুঃখে সব সময় তাঁর গান আমরা শুনতে পছন্দ করি শুনি। সেই হিসেবে আমি বলতে পারি রবীন্দ্রনাথের কবিতা বা গদ্য আমি তেমন পড়িনি।

AMARBOI.COM

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়: আপনার কবিতায় দেখি এক ভিন্ন জগৎ :—এই জগৎ রচনা করতে যে মানসিক প্রস্তুতি কাজ করেছে তা কি স্বতঃস্ফূর্ত? অর্থাৎ আমাদের প্রশ্ন— রবীন্দ্রনাথের বিশাল সাম্রাজ্য থেকে বেরিয়ে আসতে কেমন করে পারলেন?

শক্তি চট্টোপাধ্যায়: সেটা সবাই আসে। এটা একটা কোনো বাহাদুরির কম্ম নয়। সবাই-ই বেরিয়ে আসে। রবীন্দ্রনাথের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর জীবনানন্দের কাব্যজগৎ ছিল। আমাদের মধ্যে কিছু কিছু যা প্রকাশভঙ্গির ছায়া পড়েছে বিশেষ করে আমার মধ্যে তা জীবনানন্দের। কিন্তু তা জ্ঞানত আমি করেছি, সচেতনভাবে আমি করেছি। কিন্তু তার থেকে আমি বেরিয়েও এসেছি। এখন ঠিক রবীন্দ্রনাথের সেই অর্থে তেমন ছায়াপাত ঘটেছে বলে আমি মনে করি না। তবে উনি যে বাংলা ভাষার সংগঠক সেই বাংলা ভাষা আমরা সবাই অনুসরণ করে চলেছি। বাংলাদেশ এবং রবীন্দ্রনাথ এটাকে পৃথক করা যায় না। রবীন্দ্রনাথের ঠিক আলাদাভাবে লেখা পত্রগুলো বাদ দিতে দিতে বা সেগুলো সব নিয়েও উনি সমগ্রভাবে একটা আবহাওয়া হয়ে উঠেছেন। আমরা সেই আবহাওয়ায় বর্ধিত। এটা একটা কথা।

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়: বাস্তবিক আপনার এ বক্তব্যে বোধ হয় সকলেরই সায় মিলবে। সত্যি বাংলাদেশ আর রবীন্দ্রনাথ এটাকে পৃথক করা যায় না। বড়ো খুশি হলাম। তাহলে তৃতীয় প্রশ্ন উত্থাপন করি। (কবির হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। আপনিই পুড়ে চলেছে।)—মাঝে মাঝেই শুনি শান্তিনিকেতনে যান, ওখানে কি রবীন্দ্রনাথের পরোক্ষ উপস্থিতিসহ প্রত্যক্ষ স্মৃতি মনকে এমন কিছু দেয়?

শক্তি চট্টোপাধ্যায়: না, সেসব কিছু নয়। তবে উনি.. আমি মূলত বিশ্রামের জন্য যাই। আর যে রকম প্রাকৃতিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিবেশ আছে শান্তিনিকেতনে, আমার তা ভালো লাগে। তাছাড়া আমি তো আর ওঁর উত্তরায়ণ, ছেলেমেয়েরা কিরকম পড়াশোনা করে—এসব দেখতে যাই না—আমি বিশ্রাম নিতে যাই। অবশ্য কখনও কখনও যে মনে পড়ে না এমন নয় যে এই পরিবেশে তিনি লিখতেন বসে বসে, এ বাড়ি সে বাড়ি এদিক সেদিক— এগুলো মনে পড়ে। এটুকু মনে পড়া মাত্র। তবে ঐ টানে যাই না।

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়: কি সুন্দর করে কথাগুলি আপনি বলেন। আপনার সাক্ষাৎকারও যেন কবিতা হয়ে উঠল। আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন তাহলে রাখি—

—রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক কাহিনি, জাতীয় ঐতিহ্য ইত্যাদি, এমন কি রামায়ণ মহাভারতের কোনো কোনো অংশের ওপর কবিতা লিখেছেন, আপনাকে দেখি না। একটি কোন্ বোধের ওপর কবিতাকে দাঁড় করান,—তাহলে কি ধরে নিতে পারি যে—রবীন্দ্রনাথের এই সব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আপনার মনের সায় নেই?

শক্তি চট্টোপাধ্যায়: না, আমি ভাবি। আমি ভাবি, যে কোন একটি সময় আমি হয়ত শুরু করব, আমাদের যে ধ্রুপদি সাহিত্য আছে তার ওপর ভিত্তি করে কিছু কাজ করব। যেমন আমি গীতা আধুনিক কবিতার ফর্মে অনুবাদ করছি, তা অনেক বছর হয়ে গেল। অনেক দিন ধরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আস্তে আস্তে করছি। ফলে আমার ঐ ইচ্ছে আছে যে আমাদের ধ্রুপদি সাহিত্যের ওপর কিছু কাজ করার। তবে এখনই নয়। আরও সময় লাগবে বলে মনে হয়। আমি রবীন্দ্রনাথের ওই কাজগুলিকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বলে স্বীকার করি। খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কাজ। তারপর বুদ্ধদেব বসুও করেছেন কিছু কিছু কাজ। সেগুলোও খুব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এরকম প্রত্যেক কবিরই কিছু না কিছু কাজ করা উচিত বলে মনে করি।

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়: বাস্তবিক আমাদের সাহিত্য পাঠকদের ধ্রুপদি সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব একালের কবি সাহিত্যিকদের বহন করা উচিত। আপনার সুচিন্তিত অভিমত অনেককেই উৎসাহিত করতে পারে। আমরা এবার পরের প্রশ্নে যাচ্ছি—

—ইদানীং বিশেষ করে পঞ্চাশ-ষাট দশকে প্রায় সব কবিই রাজনৈতিক ঘটনা অবলম্বনে কবিতা লিখেছেন, আপনাকে দেখি না। অথচ রবীন্দ্রনাথ লিখতেন, কবিতাকে আপনি রবীন্দ্র ঐতিহ্য থেকে মুক্ত রাখতে চান, এটা কি সযত্ন প্রয়াস নাকি আপনার মনের স্বাভাবিক গঠন?

শক্তি চট্টোপাধ্যায়: (শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রশ্ন শুনে মৃদু প্রতিবাদ করলেন। তারপর বললেন)—সরাসরি রাজনীতি নিয়ে আমি লিখিনি সেরকম, কিন্তু অপ্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে আমি বেশ কিছু কবিতা লিখেছি—যেমন রেণুজিকে নিবেদিত একটি কবিতা আছে, আমাদের, ইন্দিরাগান্ধি যখন এমারজেন্সি করেছিলেন সেই সময় কিছু লেখা কবিতা আছে, নকশাল আন্দোলনে যাঁরা নায়ক ছিলেন, সে আন্দোলন নিয়ে বেশ কিছু লেখা আমার আছে—ছড়িয়ে ছিটিয়ে বহু কাব্য গ্রন্থের মধ্যে আছে, তবে নির্দিষ্ট করে কোন্ কাব্যগ্রন্থের মধ্যে আছে এই মুহূর্তে ঠিক আমি মনে করতে পারছি না। ছড়ানো বহু পদ্য আছে, বহু দীর্ঘ পদ্য আছে। ফলে একেবারে রাজনীতি বাদ দিয়ে আমি লিখেছি সেটা ঠিক কথা নয়। তবে স্বভাবতই আমার ধারণা কবিতাটাই আসল, কবিতাটাই লিখে যেতে হবে। তার মধ্যে আভাসিত হয়ে থাকবে কোনো রাজনৈতিক ছবি, কোনো রাজনৈতিক ঘটনা। আর সেটা মূল হলে কবিতা আর কবিতা থাকে না, স্লোগানে পরিণত হয়। সে জন্যেই হয়ত অত প্রত্যক্ষভাবে নেই। অসংখ্য পদ্যে আছে আমার, রাজনৈতিক ঘটনা।

(আমরা খুবই লজ্জিত বোধ করলাম। হ্যাঁ এখন মনে পড়ছে। স্মরণে থাকা উচিত ছিল। তাই তাড়াতাড়ি অন্য প্রশ্নে আসি—

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়: রবীন্দ্রনাথের কোন কবিতাগুলি এখনো আপনার ভীষণ ভালো লাগে, মনে করে একটু

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলবেন? আচ্ছা, যদি এমন হয় যে রবীন্দ্রনাথের একটি আধুনিক সংকলন করার দায়িত্ব আপনার ওপর পড়ল, সেক্ষেত্রে প্রথম পাঁচটি কবিতা হিসেবে কোন্‌গুলি বেছে নেবেন?

শক্তি চট্টোপাধ্যায়: আমি তো বললাম, দীর্ঘদিন আমি রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়িনি। তবে রবীন্দ্রনাথের শেষের দিকের কবিতাগুলি এবং বিশেষ করে 'লিপিকা' ওকে আমি কবিতার বই হিসেবে ধরি। 'লিপিকা'র কবিতাগুলি আমার খুবই প্রিয়। শেষের দিকের কবিতা 'শেষ সপ্তক', 'শেষ লেখা'—এ লেখাগুলি আমাকে বেশি করে টানে। 'মহুয়া'র কিছু কিছু কবিতা, 'পুনশ্চের' কিছু কিছু কবিতা আমার ভালো লাগে। 'আরোগ্য'র বেশ কিছু কবিতা আমার প্রিয়। তবে প্রথম দিককার কবিতা আমাকে তেমন করে টানে না—যেমন 'সোনার তরী', 'বলাকা' বা 'পলাতকা'।

কিন্তু এই মুহূর্তে প্রথম পাঁচটি কবিতার নাম করা মুশকিল। নাম তো মনে থাকে না। তবে শুধু পাঁচটা কেন? রবীন্দ্রকাব্যের পরবর্তী যুগ থেকে বেশ কিছু কবিতা সংকলনে রাখা যায়। আমি অবশ্য প্রথম দিককার অধিকাংশ কবিতা বাদ দেব। কোনো কোনো গ্রন্থ থেকে একটি দুটি বাছাই করতে পারি। মাঝখানে একটা কথাও হয়েছিল এরকম একটা সংকলন করার। কিন্তু সেটা এখন বিশ্বভারতী

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Permission দেবে না। আমার ইচ্ছে আছে যখন রবীন্দ্রনাথের এই copy right উঠে যাবে তখন ঐরকম একটা সংকলন করা যাবে। তবে তার মধ্যে 'শেষ লেখা'র কবিতাগুলি অবশ্যই থাকবে। 'আরোগ্য'র বেশ কিছু কবিতা থাকবে।

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়: আচ্ছা শক্তিবাবু আপনি ষাট দশকে বাংলা কবিতার আসরে যে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, আমরা মনে করি রবীন্দ্র ঐতিহ্যের সঙ্গে তার কোনো সঙ্গতি নেই, ষাটের সেই মনোভাব এখনো কী আছে আপনার মধ্যে যা রবীন্দ্র ঐতিহ্যের বিপরীত বিন্দুতে?

(শক্তি চট্টোপাধ্যায় তাঁর ফেলে আসা অতীতে হঠাৎ যেন কিছুক্ষণের জন্য হারিয়ে গেলেন আমার প্রশ্নটা শুনে। তারপর স্তব্ধতা ভাঙলেন)

শক্তি চট্টোপাধ্যায়: হাংরি জেনারেশন আন্দোলনকেআমি গুরুত্বপূর্ণভাবে নিইনি কোনোদিন। ওটা একটা কোনো আন্দোলনও বলব না। ওটা—এক ধরনের কিছু লেখালেখি এক সময় হয়েছিল তবে তার কোনো মৌলিকত্ব নেই। 'কৃত্তিবাস'এর আন্দোলন নাড়া দিয়েছে। সে সময় পাঠককে একটা ধাক্কা দেবার প্রবণতা কাজ করত। সেটা কিছু শব্দ দিয়ে কিছু ছবি এঁকে 'কৃত্তিবাস'কে কেন্দ্র করে বেশ কিছু লেখালেখি হয়েছিল। তখনও ঠিক কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছু মনে পড়েনি। আসলে রবীন্দ্রনাথ কোনো সময়েই আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াননি। রবীন্দ্রনাথকে যথাসম্ভব জলবায়ুর মত আত্মস্থ করেই আমরা লিখতে শুরু করেছিলাম। এখনও লিখে যাচ্ছি। তবে সেই ধাক্কা দেবার প্রবণতা, সেই অল্পবয়সি দামালপনা সেটা তো যথারীতি কমে এসেছে। রক্তের জোর কমেছে। এখন শুধু শুদ্ধ কবিতা লেখার কথা ভাবছি। এ কারণে লেখার সংখ্যা কমেছে, অনেক কমেছে। আমার কখনই এমন হয় না যে একমাসে একটাও কবিতা লিখলাম না, যেটা এখন হচ্ছে। একমাস, দু'মাস অন্তর লিখি ফলে যাঁরা চান তাঁরা বিরক্ত হন, কিন্তু আমি তাঁদের খুশি করতে পারি না। আমার কখনই এ অবস্থা ছিল না। আমি প্রচুর লিখতে পারতাম। আজকাল মনের মধ্যে একটা বাছাই-এর প্রশ্ন সবচেয়ে বড়ো হয়ে উঠছে। যা লিখব সেটা যেন থাকে, নতুবা লিখে লাভ নেই। একটা সময় অজস্র লিখেছি। তার মধ্যে কিছু পদ্য পড়তে এখনও ভালো লাগে, কিছু কিছু বাতিলও করেছি। সেগুলো আমি কোনো গ্রন্থে দিই নি। আবার বহু পদ্য হারিয়ে গেছে, আমার অগোছালো স্বভাবের জন্য। বছরে আমার একটা দুটো বই বেরোয়, কিন্তু এ'বছরে আমি আলাদা কোনো বই বের করতে পারলাম না। কারণ সংখ্যায় অত বেশি হয়নি। দেখা যাক দু'বছরে করা যায় যদি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়: বেশ কয়েকবার তো বাংলাদেশ ঘুরে এলেন, ওখানে রবীন্দ্র প্রভাব কিছু লক্ষ করেছেন? হয়তো বলবেন প্রভাব লক্ষ করতে তো যাইনি, তবু এতবড়ো একজন কবি ওদেশের কবিদের মনে কোনো আসনে স্থিত তা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করে থাকবেন।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়: আমাদের অসংখ্য বন্ধুবান্ধব বাংলাদেশ আছেন, বিশেষ করে কবি লেখকদের মধ্যে। তাদের মধ্যে এটাই দেখেছি সরাসরি অনুপ্রেরণা এখন না পেলেও ওঁদের কাছে রবীন্দ্রনাথ একটা আবহাওয়া হয়ে আছেন। রবীন্দ্রনাথর গান ছাড়া ওঁদের চলে না। প্রায় পত্রিকাতে প্রতি সংখ্যাতেই রবীন্দ্রনাথের ওপর কোনো না কোনো প্রবন্ধ থাকে—রবীন্দ্রনাথের নানান দিক নিয়ে : বিশেষ করে শামসুর রহমানকে দেখেছি, তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছি। শামসুরেরও আমার মতো রবীন্দ্রনাথের শেষের দিকের লেখাই পছন্দ, ভালো লাগে। আর রবীন্দ্রনাথের গান ছাড়া তো শামসুরের চলে না। ওদের মধ্যে—মানে যেমন আমাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ আবহাওয়ার মতো মিশে রয়েছেন, ওদের মধ্যেও তাই। শামসুরের তো রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বেশ কয়েকটি কবিতা তো আছেই আর সেগুলো বেশ ভালো কবিতা।

[পত্রিকা—এবং এই সময়
—সাক্ষাৎকার অংশ : অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত কবিতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমি তারই পূজা আজ নেবে

নিতান্ত শৈশবে আমি হারিয়েছি নিজস্ব পিতাকে
অনুপস্থিতি তাঁকে জন্মাবধি আড়ালে রেখেছে
প্রকৃত দেখিনি তাঁকে, কোনোমতে স্মৃতির তন্তুর
জাল বুনে ছবি আঁকি শোকহীন, যোগাযোগহীন।
তেমনই তোমার, মৃত্যু দেখে আমি গ্রাম্য সিনেমায়
অকস্মাৎ ব্যথা পাই অতিদূর সুদূর শৈশবে
খাঁ খাঁ মাঠে-ঘাটে কাটে স্বজনবিহীন ছেলেবেলা...
তোমার কবিতা খুলে স্তব্ধ বসে নিষ্পাপ কিশোর
একদিন বৃষ্টি পড়ে গ্রাম ভেঙে গাছপালা ভেঙে
আবার সহাস্য দিন ফিরে আসে আবর্তে সহজ
তেমন হয় না ফেরা তোমাকের, হতে পারে নাকি—
কোনোদিন অন্ধকারে, কোনোদিন গভীর আলোয়?

ইচ্ছে হতো একদিন চুরি করে ভাষার বাগানে
ঢুকে পড়ে ফুল তুলি, যে ফুলে তোমারই পূজা হবে
কিন্তু ভয়ে ভয়ে তার পাশ দিয়ে গেছি প্রতিদিনই
অথচ তোমার দয়া সুখেদুঃখে সম্পদে-বিপদে
আমায় করেছে ঋণী, শুধুমাত্র করতলগত
এবং তোমার গানে আমি নিই সহজ নিশ্বাস
মুহ্যমান প্রাণ পায় গান তার শ্রবণে পৌঁছালে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজ বাংলাদেশে হবে অধিকন্তু স্মৃতির সম্মানে
সভা ও স্মরণকার্য মানুষের দায়িত্ববোধের
স্বভাববিরোধী এই ধ্যান তাকে রক্তের সমুদ্র
শেষ করে দেবে বলে করতলে স্থাপন করেছে
শ্বেতশুভ্র কিছু ফুল সহোদর রক্ত সেই হাত
লুকিয়ে মানুষই পারে শোকতপ্ত হতে বারংবার
এবং রবীন্দ্রনাথ, তুমি তারই পূজা আজ নেবে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অমলের জন্য

যা কিছু প্রত্যক্ষ, স্পষ্ট তারই সঙ্গে কেটেছে আমার
ছেলেবেলা, দীর্ঘকাল—তুমি ছিলে দুঃখের দোসর
সুখ! কিংবা তারো চেয়ে ঢের বড়ো শান্তিনিকেতনে...
গ্রামান্তে, পাঁচিলে-ঘেরা বন্দিনিবাসের থেকে রোজ
তোমাকে বলতাম : করো—অমলের জন্যে যা করেছ
কিন্তু চিঠি দিতে না প্রত্যহ, কানে-কানে
হাতে-ধরা টেলিপোস্ট বার্তা দিয়ে জানাত বিদায়...

একদিন
টকির ঘনান্ধ পর্দা রীতিমতো মৃত্যুর আজালে!
সেই থেকে,
ভেবেছি যা প্রাপণীয়, যা তোমার উন্মুক্ত বন্ধন
রচনায়, আষ্টেপৃষ্ঠে সে বন্দিত্ব নিজ হাতে গড়া।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্ববিরোধী

তোমার বিষণ্ণ গান আমায় করেছে স্ববিরোধী...
বৃষ্টি শুরু, হলুদ অমলতাসে বৃষ্টি ঝরে পড়ে
উদাসীন মাঠে বৃষ্টি, রঙিন কাঁকরগুলি হাঁ করে
ধুলোয় পড়ে আছে।
আশেপাশে নিষ্প্রদীপ বাড়ি,
শুধু অন্ধকার থেকে গান ভেসে আসে
গান, তমোহীন গান আমায় করেছে স্ববিরোধী।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্মৃতির রাংচিতা বেড়াজাল

নিশ্চিন্ত খোয়াই, হাওয়া, তার মাঝে আমার পুরোনো
ভেসে আসে শতচ্ছিন্ন স্মৃতির রাংচিতা বেড়াজাল...
জালের ওপারে বন, বনের ওপারে ওঠে মেঘ
বিলিতি খুশির মতো আবহাওয়ায় বুনো মুরগি ডাকে
আমরাও ডাকি তাঁকে, যিনি একদিন
পাখির মতন উড়ে কিছুদূর কাজুবাদামের
সঙ্গে দৌড়ে গেছিলেন
পরবাস নাম্নী বাড়িটাতে...
ছিলেনও কয়েকটি দিন, রুগি যেমনি হাসপাতালে থাকে,
নিশ্চিন্ত খোয়াই হাওয়া, তার মাঝে আমার পুরোনো
ভেসে আসে শতচ্ছিন্ন স্মৃতির রাংচিতা বেড়াজাল...

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমাকে

ইচ্ছে, তোমার ইচ্ছে হলেই শুনি
ফুল ফোটাতে অজস্র ফাল্গুনে
এবং তোমার ইচ্ছে যাবার নয়।

বৃদ্ধ তোমার বয়সে ছারখার
বাংলাদেশের নম্র সোনার হার
তুচ্ছ বিষয় তাৎক্ষণিকের ঘরে
প্রণাম তোমায় তাইতো এসেই পড়ে

দেহ তোমার কী করে ঘুণপোকায়
কাটছে? এবং কোন সাহসে খোকা
বলছে, দেখায় ভুল আছে ভুল আছে!

জ্যেষ্ঠ তোমার তাই পেয়েছি ক্ষমা
বুকের মধ্যে নিত্য আগুন-জমায়
উঠছে ধোঁয়া তার মানে কুয়াশায়
ভুল করেছে আমার ভালোবাসা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁকে

কখনো সমুদ্রে তাঁকে করেছি সন্ধান
কখনো পাথরে
কখনো হেমন্তে শান্ত মানসিক ঝড়ে
বৃষ্টিতে খরায় ফুলে শিকড়ে কখনো
কে যেন বলেছে; দেখো, শোনো—
কিছুই বলো না তুমি এক পা বাড়িয়ে
যে যেখানে আছে থাক, শিকড় নাড়িয়ে
তোলার সরল কাজ তোমার তো নয়!
তুমি শুধু করে যাবে প্রবৃত্তি সঞ্চয়
আর বাকি
তোমাকে যা ছোঁবে না, তা থাক।
কখনো সমুদ্রে তাঁকে করেছি সন্ধান
কখনো পাথরে
কখনো হেমন্তে শান্ত মানসিক ঝড়ে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছড়ার আমি ছড়ার তুমি

ছড়া এক্কে ছড়া, ছড়া দুগুণে দুই
ছড়ার বুকের মদ্দিখানে পান্‌সি পেতে শুই।
ধানের ছড়া গানের ছড়া ছড়ার শতেক ভাই
ছড়ার রাজা রবিন ঠাকুর, আর রাজা মিঠাই।
আরেক রাজা রায় সুকুমার, আছেন তো স্মরণে?
আর ছড়াকার ঘুমিয়ে আছেন সব শিশুদের মনে।
ছড়ার আমি ছড়ার তুমি ছড়ার তাহার নাই
ছড়া তো নয় পালকি, বাপা, ছজন কাহার চাই!
ছড়া নিজেই বইতে পারে কইতে পারে, দুইই—
বাংলা ভাষা মায়ের ভাষা তার ভুলোতে শুই।।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছড়ায় রবীন্দ্রনাথ

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
হৃদয় ভরে বান,
আকাশ বাতাস ছেয়ে রয়েছে
রবি ঠাকুরের গান।

রবি ঠাকুরের গান ওরে ভাই
রবি ঠাকুরের ছবি,
ঘরে এবং ঘরের বাইরে
যখন একলা হবি।

কাজি ফুল কুড়োতে কুড়োতে
জড়িয়ে গেলি মালায়,
হাত ঝুমঝুম পা ঝুমঝুম
এক ঠাকুরের জ্বালায়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শক্তি চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কিত পরম্পরা'র আরেকটি বই

আমার বন্ধু শক্তি : সমীর সেনগুপ্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

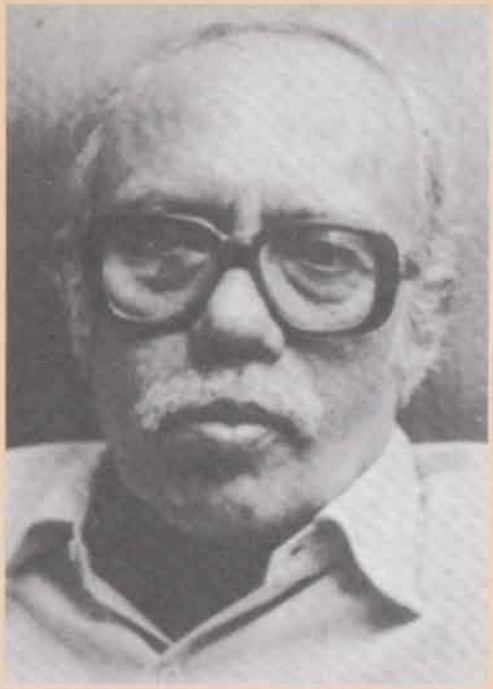

বাংলা কবিতার অগ্রগণ্য কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ২৫ নভেম্বর ১৯৩৩, বহড়ু দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা। শৈশবে পিতৃহীন কবির বেড়ে ওঠা বহড়ুতে মাতামহের কাছে ও পরে বাগবাজারের মাতুলালয়ে।

গদ্যরচনা দিয়ে সাহিত্যকর্মে প্রবেশ হলেও কবিতা রচনা শুরু হওয়া থেকেই বাংলা কবিতা পাঠকের মনোযোগ কেড়ে নেন। কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা ৫১। পাশাপাশি গদ্যরচনা, অনুবাদ ও সম্পাদনা করেছেন। জীবিকাক্ষেত্রে ছিলেন সাংবাদিক। পেয়েছেন অজস্র পুরস্কার। বিশ্বভারতীতে অতিথি-অধ্যাপক হিসেবে অধ্যাপনায় রত থাকাকালীন অকস্মাৎ হৃদরোগে শান্তিনিকেতনে মৃত্যু, ২৩ মার্চ, ১৯৯৫।

প্রচ্ছদ: দেবাশিস সাহা

১০০.০০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে পরবর্তী প্রজন্মের অন্যতম প্রধান কবির তীব্র ও সরাসরি প্রতিক্রিয়া এবং অবশ্যই অনুরাগ এই প্রথম দুই মলাটের মধ্যে ধরা রইল।

ছোট্ট বই কিন্তু বাংলা সাহিত্যানুরাগীদের অবশ্য সংগ্রহযোগ্য।

9 789380 869919

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~